সংবাদ

001

তারিখ 09 JUL 1985
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম 7

# দূরশিক্ষণ পদ্ধতি

কাজী জালালউদ্দীন আহমদ

সচিব, শিক্ষামন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রতি বৎসর প্রচুর টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। এছাড়া ৮০০০-এর অধিক বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ অনুদানের খাতে বার্ষিক প্রায় ১৫০ কোটি টাকা সরকারী তহবিল হতে ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু এই সকল বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০,০০০ শিক্ষক যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হওয়ায় সরকারের এই সদিচ্ছার বাস্তবায়ন ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এদিকে প্রশিক্ষণের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বি এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য বেসরকারী বিদ্যালয়েও সরকারের তরফ থেকে উচ্চতর বেতনের স্কেল নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই বিপুল সংখ্যক অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রচলিত পদ্ধতিতে আদৌ সম্ভব হচ্ছে না। কারণ এতদুদ্দেশ্যে স্থাপিত ১০টি প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে বৎসরে বড়জোর ৩০০০ শিক্ষকের ভর্তি সম্ভব। অতএব সনাতন পদ্ধতিতে এই ১০টি প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৭০,০০০ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ আগামী ২৫ বৎসরেও সম্পন্ন করা যাবে কিনা বলা শক্ত। কারণ প্রতি বৎসরে বেশ কিছুসংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অবসরগ্রহণ, অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নতুন শিক্ষকের নিয়োগ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-এর শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা রয়েছে। উপরন্তু প্রশিক্ষণবিহীন বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের প্রচলিত গতানুগতিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের জন্য এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করাও সমীচীন নয়।

এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের ন্যূনতম সময়ের মধ্যে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাপনার জন্য দু'টি পথ রয়েছে। এর প্রথমটি হল সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, আর অপরটি হল সনাতন পদ্ধতির সম্পূরক হিসাবে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির প্রবর্তন করা।

সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে স্থাপন অর্থনৈতিক দিক থেকে চিন্তা করলে প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। কারণ প্রতিটি মহাবিদ্যালয় স্থাপনে গড়ে যদি ৬ কোটি টাকা হিসাবে ব্যয় হয়, তাহলে প্রয়োজন মিটানোর জন্য স্থাপিত কমপক্ষে অতিরিক্ত ২০টি মহাবিদ্যালয়ের জন্য আনুমানিক ১২০ কোটি টাকার দরকার। এছাড়াও প্রয়োজন রয়েছে যথোপযুক্ত অতিরিক্ত প্রশিক্ষক-সহ অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা করা। পক্ষান্তরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ দূরশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বাইড) এর মাধ্যমে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে বি এড কোর্সের ব্যবস্থা করে অনায়াসেই এই সমস্যার আশু সমাধান করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে অনুমানিক ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬/৭ বৎসরের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত প্রায় সমুদয় অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। হিসাবে দেখা গেছে যে সনাতন পদ্ধতিতে বি এড কোর্সের প্রতি প্রশিক্ষণার্থীর জন্য সরকারের ব্যয় প্রায় ৯ হাজার টাকা অথচ দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে এই ব্যয়ের অংক দাঁড়াবে ৩ হাজার টাকার মত।

**বাংলাদেশে দূরশিক্ষণের যৌক্তিকতা:**

(ক) বাংলাদেশে একদিকে যেমন রয়েছে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর চাপ তেমনই রয়েছে সারা দেশে একই ভাষা এবং একই সংস্কৃতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী। তদুপরি সারাদেশই বেতার এবং টেলিভিশন সম্প্রচারের আওতাধীন। উপরন্তু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এবং বিএড কোর্সের পাঠ্যসূচীও একই। অতএব দূরশিক্ষণ পদ্ধতি পরিচালনের প্রচুর সবরকমের সুবিধাই এখানে বিদ্যমান।

(খ) নানা কারণে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জটিল পরিবেশ বিরাজমান যার ফলে প্রায়ই প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ থাকছে এবং শিক্ষাবর্ষের কার্যক্রম পিছিয়ে যাচ্ছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষা অঙ্গনে ছাত্র উপস্থিতির প্রয়োজন নেই। কাজেই এই পদ্ধতিতে উপরোল্লিখিত অসুবিধার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে।

(গ) একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়জোর হাজার পনের শিক্ষার্থী গ্রহণ করা যেতে পারে, অথচ প্রায় সমপরিমাণ অর্থ ব্যয়ে স্থাপিত ওপেন ইউনিভার্সিটিতে লক্ষাধিক ছাত্র শিক্ষার সুযোগ অনায়াসে পেতে পারে।

(ঘ) দূর শিক্ষণের অপরিহার্য অঙ্গ, শিক্ষা প্রযুক্তি বা এডুকেশনাল টেকনোলজি যার প্রাথমিক সুবিধাদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ দূর শিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বাইড)-এ ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ন্যূনতম প্রশিক্ষণ ও সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট সুবিধাদি দূরশিক্ষণ পদ্ধতির প্রাথমিক কার্যকলাপ শুরুতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন স্তরে বাস্তবমুখী শিক্ষা প্রসারের সমস্যাদি বিশ্বব্যাপী বেড়ে চলেছে। এই সমস্যার সমাধান কল্পে ইদানীং বিভিন্ন উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে কর্মমুখী ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ওপেন ইউনিভার্সিটি কার্যক্রম সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এর কদর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, চীন পাকিস্তান, ভারত, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা ইত্যাদি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য। বৃটেনের ওপেন ইউনিভার্সিটির ছাত্র সংখ্যা ৯৩ হাজার, চীনে ওপেন ইউনিভার্সিটির ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার, থাইল্যান্ডে সুখোথাই থাম্মাথিরাত ওপেন ইউনিভার্সিটির ছাত্রসংখ্যা এক লক্ষ ৫০ হাজার, পাকিস্তানের আল্লামা ইকবাল ওপেন ইউনিভার্সিটির ছাত্র সংখ্যা ৯০ হাজার।

বাংলাদেশের শিক্ষার সার্বিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ ১৯৮৩ সনের ১২ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন তা হলো—'সব বয়সের, সব আর্থিক অবস্থার এবং সব শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষার প্রয়োজনের চাহিদা মিটাবার জন্য একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক।' ১৯৮৪ সনের ৩০শে আগস্ট অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনও একই ধরনের যে সিদ্ধান্ত নেয় তা হলো: 'সাধারণ উচ্চ শিক্ষা এবং বিশেষ করে বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য দেশে একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে।'

বাংলাদেশ দূরশিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে এবং ব্যাপক শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আমি ব্যক্তিগতভাবে বাইডের পরিচালক ডঃ সিরাজুল ইসলামকে দূরশিক্ষণ বিএড কোর্সের পরীক্ষামূলক কর্মসূচীর বিভিন্ন দিক পুংখানুপুংখরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেই। প্রস্তুতি পর্বের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। এখানে প্রথম বাধা ছিল এই নতুন পদ্ধতির একাডেমিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম এ রকিবের অবদানের কথা আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। তিনি ২৪-১০-৮৪ তারিখে অনুষ্ঠিত রাজশাহী

এ ব্যাপারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের কাছে আমরা অত্যন্ত ঋণী। তাঁর সদয় অনুমোদনের ফলে আজ থেকে এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

পৃথিবীর কোন উন্নয়নশীল দেশই নিজের প্রচেষ্টায় নিজস্ব বিশেষজ্ঞের উপর ভিত্তি করে কোন পূর্ণাঙ্গ দূরশিক্ষণ ভিত্তিক কোর্স চালু করতে পেরেছে বলে আমি জানি না।

দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা একটি সুসমন্বিত কর্মসূচী। শিক্ষক, লেখক, পরীক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী সবাই নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থেকেও এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবেন। কাজেই এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই যদি আন্তরিকতার সাথে কাজ না করেন তাহলে কোনমতেই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে না। তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা যথাসাধ্য আন্তরিকতা এবং যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে এই কর্মসূচীর কাজ চালিয়ে যাবেন।